খামারী ভাইদের চিঠির মাধ্যমে পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও পরামর্শ দিয়েছেন

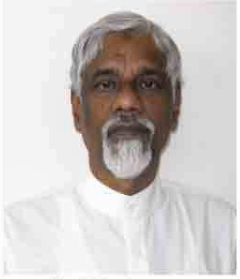

ডাঃ মঈনউদ্দীন আহাম্মদ মামুন

প্রশ্নঃ আমার ছেলের শখে আমি দুটি হিল ময়না (বিক্রেতার বর্ণনা মতে) ক্রয় করে এনেছি। আমার জানার বিষয় ময়নার খাদ্যসমূহ কি কি? ময়না পাখি খাঁচায় প্রজনন করে কি না? কোন ঋতুতে ময়না প্রজনন করে? এদের চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের কি কি করণীয়? সব ময়না পাখি কি কথা বলে? আমার উপরে বর্ণিত ময়না পাখি সম্পর্কিত জানার বিষয়গুলো অনুগ্রহ পূর্বক জানাবেন।

শামীমা হোসেন রুবি
সাগর পাড়া
রাজশাহী।

উত্তরঃ বোন শামীমা হোসেন রুবি আপনার পত্র আমরা পেয়েছি। পত্রের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি জানিয়েছেন ছেলের শখ মেটাতে আপনি দুটি হিল ময়না কিনে এনেছেন। ময়না পাখির খাদ্য, পুষ্টি, এদের প্রজননকাল, সব ময়না কথা বলে কিনা, এদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষা, ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চেয়েছেন।

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, পৃথিবীতে মোট ৯ প্রজাতির ময়না আছে। যেমন (১) সাধারণ ময়না পাখি কথা বলতে পারে না। (২) গ্রেটার ইন্ডিয়ান হিল ময়না প্রাকৃতিকভাবেই বিভিন্ন কথা বা শব্দ অনুককরণ করতে সক্ষম। (৩) লেসার ইন্ডিয়ান হিল ময়না প্রাকৃতিকভাবে শব্দ বা কথা অনুকরণ করতে না পারলেও, এদের প্রশিক্ষণ দিলে এরা শব্দ বা কথা অনুকরণে সক্ষম হয়। (৪) জাভা হিল ময়নাগুলোকে প্রশিক্ষণ দিলে এরা কথা বা শব্দ অনুকরণ করতে পারে। (৫) প্যাগোডা ময়না কথা বলতে পারে না এমন কি প্রশিক্ষণ দিলেও পারে না। (৬) এসপ্লেনডিড গ্লোসি ময়না কথা বলতে পারে না এমন কি প্রশিক্ষণ দিলেও কথা শিখবে না। (৭) সুপার্ব গ্লোসি স্টারলিং ময়না কথা বলতে পারে না। (৮) গোল্ড ক্রেসটেড গ্রাক্যেল ময়নাও কথা বলতে পারে না। (৯) বালি ময়নাও কথা বলতে পারে না। সুতরাং আপনার ক্রয়কৃত ময়নাগুলো যদি সত্যিকার অর্থে ইন্ডিয়ন হিল ময়না হয় তবে অবশ্যই কথা অনুকরণ করতে পারবে অথবা প্রশিক্ষণ দিলে কথা বলবে।

ময়না পাখির খাদ্য ও পুষ্টি

ময়না একটি সর্বভুক শ্রেণীর পাখি। এরা সবধরনের খাবার খেয়ে থাকে। তবে আপনি এদের খাঁচায় পালন করা কালে যদি বিশেষ কোন খাবার অধিক মাত্রায় প্রদান করেন তবে পাখি ঐ খাবারে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অন্য খাবার দিলে সহজে খেতে চাইবে না। আপনার জানার জন্য নীচে খাদ্যের তালিকা দেয়া হলোঃ

ফলমূল ও অন্যান্য

আঙ্গুর, আম, জাম, কলা, কমলা, আপেল, মিশ্রফল, ডমুর, খেজুর, তরমুজ, ইত্যাদি। শক্ত সিদ্ধ ডিম, দুধভাত, পোকামাকড়, সিদ্ধ আলু ও ভাত। কুকুর/বিড়ালের বাণিজ্যিক খাবার ভিজিয়ে খাওয়ানো যায়। ময়নার জন্য তৈরি পিলেটেড খাবার, সিদ্ধ শাক-সবজি, ইত্যাদি।

প্রজনন

খাঁচায় পালন করা ময়না পাখি সাধারণত খাঁচায় ডিম দেয় না বা বাচ্চা উৎপাদন করে না। তবে বড় এভিয়ারিতে কখনো কখনো বাচ্চা হয়েও থাকে যদি ডিম পাড়ার মত পরিবেশের ব্যবস্থা করা হয়। ময়না পাখি সাধারণত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ডিম দেয়। ময়না পাখির শরীরবৃত্তীয় কার্যক্রমের একটা তালিকা নীচে দেয়া হলো।

১। ময়না পাখির আয়ু	১৫-২৫ বছর
২। শারীরিক ওজন	১৭০-২৬০ গ্রাম

৩। প্রথম পালক বদলানোর সময়	৬-৮ মাস বয়সে
৪। প্রজননক্ষম হওয়ার বয়স	২-৩ বছর
৫। প্রজনন ঋতু	বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল
৬। প্রতি বছরে ডিমের সংখ্যা	২-৫টি
৭। প্রতি বছরে ডিম দেয়ার হার	২-৩ বার
৮। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার সময়	১৪-১৫ দিন
৯। বাসায় থাকার সময়	২৬-৩০ দিন

চিকিৎসা ব্যবস্থা

ময়না পাখির চিকিৎসার জন্য একজন অভিজ্ঞ রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিতে হবে। চিকিৎসা কাজের জন্য সাধারণত ছোট খাঁচায় পাখি ডাক্তারের কাছে নিতে হয়। ময়না পাখি (প্রতি ৬ মাসে এক বার চিকিৎসকের কাছে পরীক্ষার জন্য নিতে হবে)। ময়না পাখিকে ডাক্তারের পরামর্শমত প্রতি ২ মাসে একবার কৃমির ঔষধ নিয়মিত খাওয়াতে হবে।

প্রশ্নঃ আমার ১টি ছাগী আছে। গত ২.৫ বছর থেকে আমি এটা পুষে আসছি। প্রথম বার বাচ্চা দিয়েছিল ১টি কোন অসুবিধা হয় নাই। ২য় বার প্রসবের সময় ২টি বাচ্চা হয়েছে অনেক কষ্টে অর্থাৎ বাচ্চা প্রসবের সময় বাচ্চা আঁটকিয়ে যাচ্ছিল এবং বাচ্চা দুটোর পেছনের পা আগে বের হয়েছে। এবার ৩য় বার বাচ্চা দিবে আর ২০-২৫ দিন পর। পেট অনেক বড় মনে হচ্ছে। মনে হয় ৩টি বাচ্চা হতে পারে। আমি ছাগলটিকে গত ৮/৯ মাস থেকে মুগ/মসুর ডালের ছাঁটি অল্প পরিমাণ ধানের কুড়ার সাথে মিশিয়ে নিয়মিত খাওয়ায়। আমার প্রশ্ন হলো এবার বাচ্চা প্রসবের সময় কোন অসুবিধা হবে কি না?। কিভাবে এ অসুবিধা আমি দূর করব অনুগ্রহ পূর্বক জানাবেন।

মেহের বানু
গ্রাম- সুতিয়াখালি
ময়মনসিংহ

বোন মেহের বানু আপনার পত্র আমরা পেয়েছি। পত্রের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি জানিয়েছেন আপনার ১টা ছাগী ১ম বার সহজেই বাচ্চা দিলেও, ২য় বার বাচ্চা প্রসবের সময় বাচ্চার পেছনের পা আগে বের হয় এবং বাচ্চা বের করতে অনেক কষ্ট হয়েছে। ছাগীটি ৩য় বার বাচ্চা দিবে ২০-২৫ দিন পর তাই আপনি চিন্তিত এবং আপনার প্রশ্ন কেন এমন হয়? আর কি ভাবে প্রসবের সময়ের এ অসুবিধা দূর করবেন?

বোন মেহের বানু আপনার ছাগীর বাচ্চা প্রসবের সময় কেন অসুবিধা হচ্ছে জানতে চেয়েছেন। ছাগী বা গাভীর প্রসবের সময় এমন অসুবিধা নিম্ন বর্ণিত কারণে হতে পারে। ঐ সমস্ত কারণ যদি আপনার ছাগীর ক্ষেত্রে না ঘটে তাহলে এমন অবস্থা আর হবে না।

কারণ সমূহ

১। গর্ভবতী অবস্থায় আপনার ছাগীটি যদি কোন উঁচু স্থান থেকে গড়িয়ে পড়ে এবং পড়ার সময় ২-৩ বার পল্টি খেয়ে পড়ে তাহলে এমন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

২। আপনার গর্ভবতী ছাগীকে যদি কোন ছাগল/গরু, ইত্যাদি মাথা দিয়ে পেটে জোরে গুতা দেয় সে ক্ষেত্রে প্রসবকালীন এমন অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

৩। যে সমস্ত গর্ভবতী ছাগীকে গর্ভকালীন ধানের কুড়া অন্যান্য ভূষির সাথে ঘন ঘন খাওয়ানো হয়ে থাকে, সে সমস্ত গর্ভবতী ছাগীর ক্ষেত্রে প্রসবের সময় এমন অবস্থা প্রায়শ দেখা দেয়। কারণ ধানের কূড়ার মধ্যে অত্যন্ত ধারালো ধানের খোসা থাকে যা পাকস্থলীর দেয়ালে বাচ্চার চাপের কারণে অনেক স্থানে কেটে যায়। এই কাটার জ্বালা কমাবার জন্য ছাগী পেট মোচড় দেয় ফলে বাচ্চার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে যায়, ফলে প্রসবের সময় না না অসুবিধার সৃষ্টি করে। এ ধরনের কেটে যাওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি হলে কখন কখন গর্ভপাত ঘটে যায়।

৪। আমাদের দেশে গ্রীষ্মে শেষে যখন বর্ষা শুরু হয় তখন নতুন বৃষ্টির পানি পেয়ে না না ধরনের সবুজ ঘাস গজায়। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ঘাসে এসট্রোজেন হরমোন বেশি থাকে বিধায় ঐ সমস্ত ঘাস বেশি খাওয়ালে অনেক সময় বাচ্চার অবস্থান পরিবর্তন হয় আবার কখনও গর্ভপাতও ঘটে যায়। এ সমস্ত ঘাসের ব্যাপারে সাবধান হতে হয়।

৫। গর্ভবতী ছাগীটিকে সম্ভব হলে স্থানীয় পশু হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সেখানে কর্মরত প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করলে ভালো হয়।